উত্তেজনার মধ্যে ইরানের তিন তেলবাহী জাহাজে মার্কিন হামলা

ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের চলমান উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে ইরানের তিনটি তেলবাহী ট্যাংকারে মার্কিন হামলার ঘটনায়। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, দুটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে লক্ষ্য করে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম জানায়, তাদের একটি বিমানবাহী রণতরি এবং একটি গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ারের দিকে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছিল। তবে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ দুটি হামলা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং ঘটনায় কোনো মার্কিন সেনা হতাহত হয়নি।

এর পরই ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে দাবি করে সেন্টকম। মার্কিন বাহিনীর ভাষ্য অনুযায়ী, খার্গ দ্বীপের কাছে থাকা এম/টি ডাউনি এবং জাস্কের কাছে অবস্থান করা এম/টি স্টার্ক ১-কে স্থায়ীভাবে অচল করে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ওমান উপসাগরে থাকা এম/টি কাইলো নামের একটি খালি তেলবাহী জাহাজ পুরোপুরি ধ্বংস করার দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জাহাজটির ক্রুদের আগে সেটি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলেও সেন্টকম জানিয়েছে।

সেন্টকমের দাবি, হামলার শিকার তিনটি জাহাজই এমন একটি বহু বিলিয়ন ডলারের নৌ-নেটওয়ার্কের অংশ, যার মাধ্যমে আইআরজিসি এবং তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের অর্থায়ন করা হয়।

এ ঘটনায় আইআরজিসির উদ্দেশে কঠোর বার্তা দিয়েছেন সেন্টকম কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার। তিনি বলেন, মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা হলে তার জবাবে ইরানকে আরও বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে।

মার্কিন বাহিনী ও তাদের সদস্যদের সুরক্ষার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ধরনের দ্বিধা করবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি। প্রয়োজন দেখা দিলে ইরানের সীমিত ও ঝুঁকিপূর্ণ তেলবাহী নৌবহর ধ্বংস করা হতে পারে বলেও জানান কুপার।

এর আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম খার্গ দ্বীপের উপকূলীয় এলাকায় একটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার খবর দিয়েছিল। তবে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার অভিযোগে তেহরানের তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফের উত্তপ্ত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্ক

সাম্প্রতিক কয়েক দিন পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত থাকলেও প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দুই দেশের মধ্যে আবার হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনা বাড়ছে। তিনটি ট্যাংকারে মার্কিন হামলা সেই উত্তেজনাকে আরও সামনে নিয়ে এসেছে।

চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ ইরানে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলায় চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় ইরানের অভিযোগ নিয়েও আলোচনা তৈরি হয়। তেহরানের দাবি ছিল, নিহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানিয়েছিলেন, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাষ্য অনুযায়ী, সিরিক শহরের একটি বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলার সময় ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ আঘাত হানে। ঘটনাটিকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বর্ণনা করে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছিল তেহরান।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে কার্যকর থাকা ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর নতুন কোনো সমঝোতার দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। যুদ্ধবিরতির অবসানের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপের কথাও জানান।

এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ব্যাপক হামলার মধ্য দিয়ে ইরানকে ঘিরে সংঘাত বড় আকার ধারণ করে। পরে পাল্টা হামলায় ইরান ইসরায়েল, মার্কিন সামরিক স্থাপনা এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। সংঘাতের প্রভাব পড়ে হরমুজ প্রণালীতেও, যা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ।